মানবজমিন
(index.php)
ঢাকা, ১ জুন ২০২১, মঙ্গলবার

২ বছরে বদলে যাবে ঢাকা

কাজী সুমন | ২০১৬-০৫-০৭ ১১:৩৯

Share

এক বছর আগে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়রের দায়িত্ব নিয়েছিলেন আনিসুল হক। এই সময়ে মোকাবিলা করেছেন অনেক চ্যালেঞ্জ। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অনেক কিছুই বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছেন। কিছু কাজ দৃশ্যমান হয়েছে। অনেক কিছুই বাস্তবায়ন করতে পারেননি। না পারার পেছনে অনেক সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করেছেন। মানবজমিনকে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে মেয়র আনিসুল হক নানা বিষয় তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, গত ৩০-৪০ বছরে মানুষ যেটা কল্পনাও করেনি আমি সেটা করে দেখিয়েছি। তবে রাতারাতি কোনো সমস্যার সমাধান হবে না। প্রতিদিনই পরিবর্তন হবে। আমাদের পরিকল্পনা করা শেষ। এখন সেটি বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছি। আশা করছি- আগামী দুই বছরে ঢাকা শহরের চেহারা বদলে যাবে। আগামী তিন বছর পর রাজধানীতে কাজ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মানবজমিন: মেয়রের দায়িত্ব নেয়ার পর কি কি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন?

আনিসুল হক: প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিল- অফিসকে বোঝা। উত্তর সিটির মেয়র অফিসের সুনামের জায়গাটা খুবই দুর্বল ছিল। অফিসের কিছুই চিনতাম না। যার সঙ্গে কথা বলতাম তার সম্পর্কেই কিছু দুর্নাম শুনতে পেতাম। অফিস কন্ট্রোল করাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। সিটি করপোরেশনের অফিস কন্ট্রোল হয় কিছু শ্রমিক মাস্তান দিয়ে। সেটা আমি প্রথম দিন থেকেই উপলব্ধি করেছি। খুব অল্পদিনের মধ্যেই তাদের আমরা একটা মেসেজ দিতে সক্ষম হয়েছি যে, এগুলো সহ্য করা হবে না। একটা সময় ছিল যে, সিটি করপোরেশনের কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বদলি করা যেত না। সেখানে ১৫ দিনের মাথায় একরাতে ১৬৯ জনকে বদলি করেছি। আরেকটা চ্যালেঞ্জ ছিল- ইঞ্জিনিয়ার যারা মাঠে কাজ করেন, তাদের কোয়ালিটি এবং চুরিদারি নিয়ে প্রচণ্ড বদনাম ছিল। তাদেরকে মেসেজ দিয়েছি, নো কম্প্রমাইজ। এবং চুরি যে করবে ধরা পড়লেই তার চাকরি নাই। এই কাজটি খুব ভালো করেই করেছি। অফিসে শৃঙ্খলা নিয়ে এসেছি।

মানবজমিন: সিটি করপোরেশনের সঙ্গে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ের অভাব লক্ষ্য করা গেছে। এই বিষয়টি নিয়ে বলবেন?

আনিসুল হক: সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয়ের বিষয়টি খুবই চ্যালেঞ্জের পর্যায়ে আছে। তাদের জন্য কাজের যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, নগর সরকার চান কি-না। আমি বলবো- নগর সরকার আমি চাই না। তবে মেয়রের কিছু কর্তৃত্ব চাই। বিবিধ কিছু ক্ষমতা চাই। আমাকে যদি ১০০ পুলিশ দেয়া হয় তাহলে ঢাকা শহরের চেহারা পরিবর্তন হয়ে যাবে। জবরদখল, রাস্তাঘাটের ময়লা ফেলার চেহারা পরিবর্তন হয়ে যাবে। আমি যদি আজ পুলিশ রিকুইজিশন দিই তাহলে তিনদিন পরে আসে। পুলিশ চেষ্টা করে, কিন্তু পুলিশেরও সীমাবদ্ধতা আছে। উত্তর সিটিতে ১০০ পুলিশ দেয়ার দাবি জানাচ্ছি। তাহলে রাতারাতি রাজধানীর দখলের চেহারা বদলে যাবে।

মানবজমিন: এক বছরে নগরবাসীর প্রত্যাশা কতটুকু পূরণ করতে পেরেছেন?

আনিসুল হক: নগরবাসীর প্রত্যাশা কতটুকু পূরণ করতে পেরেছি সেটা তারাই ভালো বলতে পারবেন। রাজধানীর বেশ কিছু পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়েছে। অনেকে বলেন- যেটা অতীতেও হয়নি।

মানবজমিন: কি কি কাজ করতে পারেননি?

আনিসুল হক: আমরা যে কাজটি ধরেছি সেটিই করেছি। যেমন- ১০টি বড় রাস্তা খালি করে ফেলেছি যেটি গত ৩০-৪০ বছর ধরে পার্কিংলট হয়ে গিয়েছিল। মহাখালী, তেজগাঁও, কাওরানবাজার, আমিনবাজার, গাবতলী, কল্যাণপুর, মোহাম্মদপুর, মিরপুর-১২, আবদুল্লাহপুর, জাপান-বাংলাদেশ কলোনি- এসব রাস্তা এখন খালি। বড় ট্রাফিক নেই। একসময় এগুলো কল্পনাও করা যেত না।

আমরা রাজধানীতে ইউলোপ তৈরির কাজ ধরেছি। আমাদের প্ল্যানিং হয়ে গেছে। অর্থ বরাদ্দ পেলেই চলতি বছরের মধ্যে সেটি সম্পন্ন হয়ে যাবে। বড় বড় মার্কেটের দোকান মালিকরা দোকানের বাইরে মালামাল রাখতেন। এখন তারা তাদের দোকানের এরিয়া থেকে এক ইঞ্চিও বাইরে নেই। সবাই দোকানের ভেতরে মালামাল রাখছেন। গতকাল ঘোষণা দিয়েছি- রাজধানীর সব ওয়ার্ডে ছোটবড় একটি করে হলিডে মার্কেট করবো। প্রথমটি হবে মিরপুরের চার নম্বর জোনে। শিগগিরই সেটা দেখতে পাবেন। যানজটের জন্য রাস্তা বড় করছি। শাহজালাল সড়ক থেকে কবরস্থান সরিয়েছি। উত্তরার রাস্তা এখন ইউরোপের রাস্তার মতো হয়ে গেছে।

মানবজমিন: আগামী বছরে কি কি কাজ করার টার্গেট রয়েছে?

আনিসুল হক: প্রথম বছরে যে কাজগুলো হাতে নিয়েছি তার ধারাবাহিকতা থাকবে দ্বিতীয় বছরে। বিভিন্ন এলাকার রাস্তা ও ড্রেন সংস্কারের কাজ হাতে নিয়েছি। আগামী তিন বছরে রাজধানীর কোনো এলাকার রাস্তা আর বাকি থাকবে না। এ ছাড়া আমরা এই বছর ঢাকা উত্তরে ৫ লাখ গাছ লাগানোর কাজ হাতে নিয়েছি। অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ যার নেতৃত্বে রয়েছেন। ফ্রি সার্ভিসে গাছগুলো আমরা পাচ্ছি। বাসার ছাদ, বেলকনি, আঙিনা এমন কি যেখানে খালি জায়গা পাওয়া যাবে সেখানেই গাছগুলো লাগানো হবে। স্বেচ্ছাসেবীরা কাজ শুরু করেছে। এতে ঢাকা শহরের চেহারা পরিবর্তন হয়ে যাবে।

মানবজমিন: জলাবদ্ধতা নিরসনে কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন?

আনিসুল হক: জলাবদ্ধতার সমস্যাটা দীর্ঘদিনের। কারণ রাজধানীর জল কোথায় যাবে। পানি সরার তো পথ নেই। সব খাল তো দখল করে রাখা হয়েছে। খালের ওপর বাড়ি করেছেন। তবে জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য রাস্তায় পাইপ বসাচ্ছি। আমরা প্রেশার দিয়ে লেক খনন করছি। খাল কাটাচ্ছি। তবে সেটা চলে যাবে আমি তা বলবো না। আমি যেসব এলাকায় কাজ শেষ করেছি সেসব এলাকায় জলযট কম হবে।

মানবজমিন: পরিচ্ছন্ন নগরী গড়ার স্বপ্ন কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন?

আনিসুল হক: ক্লিন করার জন্য ঢাকার উত্তরে ৫৫টি বর্জ্য ট্রান্সফরমার স্টেশন করেছি। আরও ট্রান্সফরমার স্টেশন করার পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু জায়গার সমস্যার জন্য করতে পারছি না। তবে রাতারাতি এসব সমস্যার সমাধান হবে না। ধীরে ধীরে সমাধান হবে। সিটি করপোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের বয়স ৮০-৯০ বছর। তাদের গায়ে হাত দেয়া যায় না। মানুষ এত পরিমাণ ময়লা ফেলে। মেয়র একা পরিবর্তন করতে পারবেন না, মানুষ যদি সচেতন না হয়।

মানবজমিন: মানুষকে সচেতন করার জন্য কি পদক্ষেপ নিয়েছেন?

আনিসুল হক: আমরা এলাকায় এলাকায় গিয়ে মিটিং করছি। স্কুলে স্কুলে সভা করছি। এলাকার সোসাইটি, মসজিদের ইমাম, স্কুলের শিক্ষক, অফিসের কর্মকর্তা সবার সঙ্গে কথা বলছি। গণমাধ্যমের সহযোগিতা নিচ্ছি। মানুষ সচেতন না হলে মেয়রকে বেটে খেয়ে ফেললেও কিছু হবে না।

মানবজমিন: নগরবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন?

আনিসুল হক: রাজধানীর ২০ হাজার বিলবোর্ড সরিয়ে ফেলেছি। ৫০০ স্থানে সিটি ক্যামেরা লাগিয়ে ফেলেছি। চলতি বছরই পুরো ঢাকা শহরকে সিটি টিভির আওতায় আনা হবে।

মানবজমিন: দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সরকারের সমর্থন কেমন পাচ্ছেন?

আনিসুল হক: সরকারের সমর্থক না পেলে এগুলোর একটিও হতো না। আনিসুল হক রাস্তায় নেমে কুস্তি করছে না। তবে সব জায়গায়ই আমি নিজে যাই। কোথাও লোক পাঠিয়ে কাজ করাই না। সবকিছুর পেছনের শক্তি হলো- রাজনৈতিক শক্তি ও প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছা। সেই শক্তিকে আমি সৎভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি।

মানবজমিন: আপনার প্রতি কাউন্সিলরদের ক্ষোভের কারণ কি?

আনিসুল হক: প্রথমদিকে টেন্ডার প্রক্রিয়া নিয়ে কাউন্সিলরদের মধ্যে একটা ক্ষোভ ছিল। পরে আমি ই-টেন্ডার করে দিয়েছি। এখন কোনো ধরনের দুর্নীতি করার সুযোগ নেই। কিছুদিন আগে একটি রাস্তার সংস্কার কাজের মান নিয়ে একটি পত্রিকা রিপোর্ট করেছিল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে তার কাজ বন্ধ করে দিয়েছি। একইসঙ্গে ওই ঠিকাদারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছি। তাকে ব্ল্যাকলিস্ট করে দিয়েছি। এদিকে ঠিকাদারদের এখন আর বিলের জন্য অফিসে আসতে হয় না। বিল তাদের বাসায় পৌঁছে দিচ্ছি। তাই ঠিকাদাররা এখন বুঝে গেছে।

মানবজমিন: পাবলিক ট্রান্সপোর্টের জন্য নগরবাসীকে বিড়ম্বনা পোহাতে হচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানে কি উদ্যোগ নিয়েছেন?

আনিসুল হক: পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সমস্যা সমাধান একটি বিশাল কাজ। সহজ করে বলি- সমস্যাটি সমাধানের জন্য এক হাজার পৃষ্ঠা আমাদের লিখতে হচ্ছে শুধু প্ল্যানিং। এর পেছনে দুইজন বিশেষজ্ঞের নেতৃত্বে ৬-৭ জন লোক ২৪ ঘণ্টা কাজ করছেন। আমরা বিষয়টি নিয়ে স্টাডি করছি। রাজধানীতে ১৯০টি পরিবহন কোম্পানি রয়েছে। আমরা ৫-৬টি কোম্পানি করতে চাই। এ ছাড়া ১৬০টি রুট আছে, আমরা ৫-৬টি রুট করতে চাই। কোন রুটে কটি গাড়ি চলে, কোন রুটে ভাড়া কত হবে। কোম্পানির স্ট্রাকচার কি হবে, মালিকানার স্ট্রাকচার কি হবে। গাড়ি কিভাবে চলবে। কিভাবে একলেন করা হবে। টার্মিনাল কোথায় হবে। এর বিধিমালা কি হবে। লোন কে দেবে। ইক্যুইটি কি হবে। এই পুরো পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করতে প্রায় দুই থেকে আড়াই বছর লাগবে। শিগগিরই আপনাদের জানাবো। তিনি আরও বলেন, রাজধানীতে পরিবহন মালিকদের একটি বিশাল সিন্ডিকেট রয়েছে। কিন্তু আমাদের সুবিধা হলো- মালিকপক্ষ আমাদের সঙ্গে কাজ করতে রাজি হয়েছে। এখন আমরা কাজ শুরু করেছি।

মানবজমিন: রাজধানীতে ওয়াইফাই জোনের কোনো উদ্যোগ রয়েছে কিনা?

আনিসুল হক: ইতিমধ্যে ঢাকা উত্তরে ৫টি ওয়াইফাই জোন করা হয়েছে। জোনগুলো হলো- গুলশান-১ এর মোড়, গুলশান-২ মার্কেট, বনানী বাজার, উত্তরার জসীমউদ্‌দীন মোড়, মহাখালী বাসস্টেশন, গাবতলী বাসস্টেশন। আরও ৭টি স্থানে ওয়াইফাই জোন করা হবে। ওই সব জোনের ৫শ' মিটারের মধ্যে যে কেউ ফ্রি ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবেন। কোনো পাসওয়ার্ড লাগবে না।

মানবজমিন: উত্তর সিটির নিজস্ব কোনো ভবন নেই। স্থায়ী ভবন নির্মাণে কোনো উদ্যোগ নেবেন কি-না?

আনিসুল হক: স্থায়ী নগর ভবনের জমি খোঁজা হচ্ছে। তবে নিজস্ব অফিসের জন্য গুলশানের ইউনিক টাওয়ারে দুই-তিনটি ফ্লোর আমরা পেয়েছি। দুই মাসের মধ্যে আমরা সেখানে শিফট করবো।

প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী
জেনিথ টাওয়ার, ৪০ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ এবং
মিডিয়া প্রিন্টার্স ১৪৯-১৫০ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে
মাহবুবা চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন : ৮১৮৯১৬০-৬৩ ফ্যাক্স : ৮১২৮৩১৩, ৫৫০১৩৪০০
ই-মেইল: news@emanabzamin.com

Copyright © 2021
All rights reserved www.mzamin.com

DMCA PROTECTED
(https://www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=3f26285d-a178-4130-8db3-cb091a575351&refurl=https://mzamin.com/details-archive2016.php?mzamin=12952&cat=3/%E0%A7%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE)